ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময়!

ইয়োব ১:১৩-২২

গত সপ্তাহে আমরা ইয়োব পুস্তকের স্বর্গীয় পটভূমিকা দেখেছি। সদ্য পৃথিবী পরিক্রমা করে ফিরে আসা শয়তানকে, ঈশ্বর ইয়োবের ***সিদ্ধতা, সরলতা, ঈশ্বর-ভয়শীলতা ও সৎ জীবনের*** কথা শোনালে, শয়তান ঈশ্বরকে বলেছিল, ***"ইয়োব কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে?"*** (১:৯)। শয়তান ঈশ্বরকে আরও বলে যে, ***"তুমি একবার ইয়োবের সমস্ত জাগতিক আশীর্বাদ কেড়ে নাও, সে অবশ্য তোমার সম্মুখেই তোমাকে জলাঞ্জলি দেবে"*** (১১ পদ)। তখন ইয়োবের সমস্ত জাগতিক সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে ঈশ্বর শয়তানকে অনুমতি দিলেন, কেবল ইয়োবের উপরে হাত দিতে তিনি নিষেধ করলেন (১২ পদ)। অবশ্য, এর মানে এই নয় যে, এর দ্বারা ইয়োবকে মাঝখানে রেখে শয়তান ও ঈশ্বরের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে। আমরা কখনও এমন যুদ্ধ কে চিন্তা করতে পারি না, যেখানে একপক্ষ প্রতিপক্ষের অনুমতি নিয়ে আক্রমণ করে। তার পরিবর্তে, এখানে ইয়োবের ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরীক্ষা হচ্ছে, ইয়োব কি সর্বস্ব হারিয়েও ঈশ্বর-বিশ্বাসে স্থির থাকবে? ইয়োব কি সর্বস্ব হারিয়েও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করবে? আজ আমরা ইয়োবের কাছ থেকে শিখব, ***আমরা কখন ঈশ্বরের ধন্যবাদ করব?***

ইয়োবের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করার অনুমতি লাভ করে, শয়তান তা কার্যকর করতে আবার পৃথিভী অভিমুখী হল। পাঠক আমরাও এই পুস্তকের স্বর্গীয় পটভূমিকা থেকে পুনরায় পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসি। সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, ইয়োবের বড় ছেলের বাড়িতে তাদের পারিবারিক রীতি অনুসারে মহাভোজের আয়োজন করা হয়েছে এবং সেখানে ইয়োবের সমস্ত ছেলে-মেয়ে (৭ ছেলে ও ৩ মেয়ে) উপস্থিত। কারণ, এর আগে ৪ পদে আমরা তাদের সেই পারিবারিক রীতির কথা পাঠ করেছি। ১৩ পদে, ইয়োবের ছেলে-মেয়েদের ভোজন-পান করার কথার উল্লেখের দ্বারা আমরা যেন ভুল করেও কখনও এমন কথা মনে না করি যে, এর দ্বারা তারা যে পাপ করেছিল, তার জন্যই ইয়োবের পরিবারে মহা-বিপর্যয় নেমে এসেছিল। এমন কথা ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ ৫ পদে, এ বিষয়ে ইয়োবের ধার্মিক পদক্ষেপের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়োব সতত তাঁর ছেলে-মেয়েদের পাপের কথা চিন্তা করে, তাদের প্রত্যেকের জন্য হোমবলি তথা প্রার্থনা উৎসর্গ করত। না, ইয়োব যে দুর্দশার মুখোমুখি হতে চলেছে, তার কারণ ইয়োবের নিজের বা তাঁর ছেলে-মেয়েদের পাপ নয়। একথা, আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ইয়োব বা তাঁর সন্তানরা অবশ্যই নিষ্পাপ ছিল না; কিন্তু ইয়োব সত্যিই উত্তম ও ধার্মিক ছিল।

এমন মনোরম পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে এক এক করে চারজন দাস ইয়োবের কাছে মহা-বিপর্যয়ের দুঃসংবাদ নিয়ে আসে—

প্রথম বিপর্যয় (১৪-১৫ পদ)- এক দাস এসে খবর দিল যে, বলদেরা যখন জমিতে হাল করছিল ও গর্দভীরা তাদের পাশে ছিল, তখন পাহাড়ি দস্যু ***শিবায়ীয়েরা*** হানা দিয়ে দাসদের হত্যা করেছে ও সেই সমস্ত বলদ ও গর্দভীদের চুরি করে নিয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বিপর্যয় (১৬ পদ)- দ্বিতীয় দাস এসে খবর দিল যে, আকাশ থেকে আগুন পতিত হয়ে সমস্ত মেষপাল ও তাদের পালকদের গ্রাস করেছে।

তৃতীয় বিপর্যয় (১৭ পদ)- তৃতীয় দাস এসে খবর দিল যে, ***কল্‌দীয়েরা*** আক্রমণ করে ইয়োবের সমস্ত উটদের নিয়ে গেছে ও দাসদের হত্যা করেছে। উল্লেখ, আরব দেশের লোকদের কাছে পশুধন বলতে উট ছিল সবথেকে দামি।

চতুর্থ বিপর্যয় (১৮-১৯ পদ)- চতুর্থ দাস এসে খবর দিল যে, ইয়োবের ছেলে-মেয়েরা যখন তাদের বড় ভাইয়ের বাড়িতে ভোজন-পান করছিল, তখন এক ***ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়*** সেই বাড়িটির উপর আছড়ে পড়ে; ফলস্বরূপ, বাড়িটি ভেঙ্গে পড়ে এবং তাতে চাপা পড়ে ইয়োবের সমস্ত ছেলে-মেয়ে মারা যায়।

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

স্পষ্টত, এই সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটাবার জন্য ঈশ্বরই শয়তানকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তিনিই আবার শয়তানকে অনুমতি দিয়েছিলেন, যেন সে শিবায়ীয়দের ও কল্‌দীয়দের এই ধবংস কার্যে ব্যবহার করতে পারে। ইয়োবের সমস্ত ধন-সম্পত্তি বা ঐশ্বর্য এর দ্বারা ধবংস হয়। এমন সত্যের মুখোমুখি হয়ে আমরা ভাবতে পারি যে, শয়তান মারাত্মক ক্ষমতার অধিকারী বা শয়তান ঈশ্বরের সমান প্রতিপক্ষ। কিন্তু সেকথা কখনও সত্য নয়; কারণ, এই সমস্ত ধবংসকার্য সাধন করতে ঈশ্বরই শয়তানকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরই শয়তানের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন। ঈশ্বরই একমাত্র চূড়ান্ত বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, এমনকী শয়তানের কার্যকলাপও ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ইয়োবের প্রতি যে ৪টি বিপর্যয় ঘটেছিল, তাদের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটি ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়— আকাশ থেকে অগ্নিপাত ও ঘূর্ণিঝড়। এর মানে এই নয় যে, প্রকৃতির উপর শয়তান চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এর থেকে আমরা কেবল বলতে পারি যে, এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে, ব্যবহার করতে শয়তানকে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। এর থেকে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, ***"এমন ধ্বংস কার্য সাধন করতে, ঈশ্বর কেন শয়তানকে অনুমতি দেন?"*** আজ যখন আমরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের (বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি) সম্মুখীন হই, বা সন্ত্রাসবাদীদের কবলে পড়ি, তখনও আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, যদিও শয়তানের দ্বারাই এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা বা অনুমতিকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এখন, ঈশ্বর কেন বা কীভাবে এমন সব ঘটনার প্রতি তাঁর অনুমতি দিতে পারেন? মানুষ আমরা এর সহজ-সরল উত্তর আশা করে থাকি। কিন্তু ইয়োবের পুস্তক এই প্রশ্নের গভীর উত্তর আমাদের দিতে চলেছে। ইয়োব পুস্তকের পরবর্তী অধ্যায়গুলি আমাদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে এবং আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের ঈশ্বর এমন ব্যক্তি নন, যিনি আমাদের বিষয় কোনও প্রকার চিন্তা করেন না বা আমাদের প্রতি অন্যায়, অবিচার বা অত্যাচার দেখেও তিনি কিছু উপলব্ধি করেন না। পরিবর্তে, তিনি স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়, যাকোব তাই বলেছেন, ***"তোমরা ইয়োবের ধৈর্যের কথা শুনেছ; প্রভুর পরিণামও দেখেছ, ফলতঃ প্রভু স্নেহপূর্ণ ও দয়াময়"*** (যাকোব ৫:১১)।

যখন আমরা আমাদের জীবনে বিভিন্ন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হই, তখন আমাদের কাছে তা খুবই মারাত্মক মনে হয়। কিন্তু ইয়োবের বিপর্যয়ের সঙ্গে হয়তো তা কখনও তুলনার যোগ্য নয়। এরপর, আমরা যদি কখনও কোনও দুর্দশার সম্মুখীন হই, আমরা ইয়োবকে স্মরণ করতে পারি। আপনি যদি কখনও মনে করেন যে, আপনি অন্যায়ের বলি হয়েছেন, ইয়োবের কথা স্মরণ করুন। ঈশ্বরের কাছ থেকে শয়তান যে অনুমতি পেয়েছিল, সে তার পূর্ণ ব্যবহার করেছে;এর দ্বারা, শয়তানের চরম বিদ্বেষ বা অপকারিতা প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত সীমাকে স্বীকার করে, শেষ সীমা পর্যন্ত শয়তান তার তাণ্ড ব চালিয়েছে এবং ইয়োবের সমস্ত বিষয় সে কেড়ে নিয়েছে। শয়তান ইয়োবকে কোনও প্রকার সুযোগ বা সময় দেয়নি;এমনকী পরিস্থিতি সামলাবার জন্য সামান্য মানসিক প্রস্তুতির সময়ও পর্যন্ত সে ইয়োবকে দেয়নি।

খ্রীস্ট বিশ্বাসী আমাদের প্রয়োজন আছে, আমরা যেন বিশ্বাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুঃখভোগকে চিন্তা করি। দুঃখভোগকে যেন আমরা কেবল নিন্দা, ভর্ৎসনা, মানহানি, অখ্যাতি বা কলঙ্কে র *(reproach)* বিষয় হিসাবে চিন্তা না করি। বিশ্বাসী আমাদের উচিৎ, আমাদের বিশ্বাসের জন্য দুঃখভোগকে বিশেষ অধিকার *(privilege)* হিসাবে চিন্তা করা। তাই, বিশ্বাসীর জীবনে অসুস্থতা, উৎপীড়ন, দুর্ঘটনা বা জন্ম থেকে প্রতিবন্ধ কতাকে আমরা কলঙ্কে র বিষয় হিসাবে নয়; কিন্তু খ্রীস্টে র দুঃখভোগে সহভাগী হবার বিশেষ অধিকার। পৌল বলেছেন, ***"যেন আমি তাঁকে, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম ও তাঁর দুঃখভোগের সহভাগিতা জানতে পারি"*** (ফিলিপীয় ৩:১০)। পৌল আরও বলেছেন, ***"খ্রীস্টে র জন্য তোমাদের এই বর দেওয়া হয়েছে, যেন কেবল তাঁতে বিশ্বাস কর, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখভোগও কর"*** (ফিলিপীয় ১:২৯)। কারণ, আগামী দিনে আমাদের জন্য যে প্রতাপ অপেক্ষা করে আছে, তার সঙ্গে এই দুঃখভোগকে কখনও তুলনা করা যায় না। ***"আপাতত আমাদের যে লঘুতর ক্লেশ হয়ে থাকে, তা উত্তর উত্তর অনুপম রূপে***

আমাদের জন্য অনন্তকাল স্থায়ী গুরুতর প্রতাপ সাধন করছে" (২করি. ৪:১৭)। ***"আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত হবে, তার সঙ্গে এই বর্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়"*** (রোমীয় ৮:১৮)। তাই, যীশু আমাদের বলেছেন, ***"ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও তাড়না করে এবং মিথ্যা করে তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার মিথ্যা কথা বলে। আনন্দ কোরো, উল্লাসিত হোয়ো, কারণ স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কারণ তোমাদের আগে যে ভাববাদীরা ছিল, তাদের তারা সেইমতো তাড়না করত"*** (মথি ৫:১১-১২)। যাকোবও তাই লিখেছেন, ***"তোমরা যখন নানা প্রকার পরীক্ষায় পড়, তখন তা সর্বতোভাবে আনন্দের বিষয় জ্ঞান কোরো"*** (যাকোব ১:১২)।

এমন মারাত্মক পরীক্ষার মুখে ঈশ্বর-ভয়শীল ইয়োব কী করেছিল? ধরা যেতে পারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাসের মুখে দুঃসংবাদ শুনে ইয়োব নিজের আবেগকে ধরে রেখেছিল;কিন্তু চতুর্থ দাস যখন ইয়োবের সমস্ত সন্তানদের মৃত্যু সংবাদ দিল, তখন কিন্তু ইয়োব ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। ২০ পদানুসারে, ইয়োব নিজের কাপড় ছিঁড়ল, মাথা নেড়া হল এবং মাটিতে উবুড় হয়ে প্রণিপাত করল। ইয়োব ঈশ্বরকে দোষ দেয়নি বা ঈশ্বরকে শাপও দেয়নি। ইয়োব রেগে গিয়ে মাথা গরম করে তাঁর ক্ষোভও জানিয়ে বলেনি, *"কেন আমার প্রতি এমন ঘটল? আমি কী দোষ করেছি যে, ঈশ্বর তুমি আমার প্রতি এমন করলে?"* তাঁর এমন পরিস্থিতির কারণ খুঁজতে ইয়োব মাথা কুটেও মরেনি; বা অন্যকে দোষী করার জন্য কাউকে খোঁজেওনি। কিন্তু ইয়োব এই সমস্ত ঘটনাকে ঈশ্বরের হাত থেকে পাওয়া বিষয় জ্ঞান করেছেন। এমন পরিস্থিতিতেও ইয়োব ঈশ্বরের সম্মুখে ভূমিতে প্রণিপাত করে ঈশ্বরের আরাধনা করেছে। শয়তানের যুক্তি ভুল (১১ পদ) প্রমাণিত হয়েছে।

ঈশ্বর আরাধনা করে ইয়োব স্বীকার করেছে, ***"আমি মায়ের গর্ভ থেকে উলঙ্গ এসেছি, আর উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরে যাব; সদাপ্রভু দিয়েছিলেন, সদাপ্রভু নিয়েছেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হোক"*** (২১ পদ)। এ কথার অর্থ, *"আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, কারণ তিনি আমাকে আমার সন্তানদের দিয়েছিলেন। তারা আমার জীবনে অনেক আনন্দের কারণ ছিল। কিন্তু আমি যে তাদের আমার সন্তান হিসাবে পাবার ও তাদের সঙ্গে এমন সুন্দর সময় কাটানোর যোগ্য ছিলাম, তা নয়। ঈশ্বরই দয়া করে সেই সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি আবার তাদের নিয়ে নিয়েছেন; এর জন্য আমি তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ জানাতে পারি না। কারণ, তিনি তাদের নিয়ে নেবারও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তাদেরকে দেবার জন্য ও তাদের দ্বারা আনন্দ লাভ করার সুযোগ দেবার জন্য আমি কেবল ঈশ্বরকে 'ধন্যবাদ' বলতে পারি।"* ২২ পদে বলা হয়েছে, ***"এই সকলেতে ইয়োব পাপ করল না এবং ঈশ্বরের প্রতি অবিবেচনার দোষারোপ করল না।"*** অর্থাৎ, ইয়োব তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাসের পরীক্ষার প্রথম রাউণ্ডে জয়লাভ করেছে। শয়তানের যুক্তিকে (১১ পদ) খণ্ডন করা হয়েছে। কিন্তু ইয়োবের বিশ্বাসের পরীক্ষার এখানেই শেষ নয়, সবে শুরু মাত্র। আমরা যত এগিয়ে যাব, তত এই পরীক্ষার গভীরতা উপলব্ধি করব। একটা সময় আসবে, যখন ইয়োবও নিজের অজান্তে গর্বের দ্বারা পরিচালিত হবে।

একবার *C. S. Lewis*-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ***"ধার্মিক কেন দুঃখভোগ করবে?"*** এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ***"ধার্মিক কেন দুঃখভোগ করবে না? বাস্তবিক, তারাই হল উপযুক্ত ব্যক্তি, যারা দুঃখভোগের প্রতি সঠিক আচরণ করতে পারে।"*** আমরা কি এই সত্য স্বীকার করি। তাহলে, আমরা সর্বদা তাঁর ধন্যবাদ করে বলব, ***"প্রভু, তুমি আমাকে যে সকল বিষয় দিয়েছ, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ! প্রভু তুমি আমাকে যেখানে রেখেছ, তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ! আগামী কাল তুমি আমার জন্য যা রেখেছ, তার জন্যও তোমায় ধন্যবাদ!"***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভ্রা. সুজয় রায়)